আবু দারদা (রা.): এক প্রজ্ঞাবান হৃদয়ের গল্প

ইসলামের ইতিহাসে এমন কিছু মানুষ আছেন, যাদের জীবন আমাদের জন্য অন্ধকার পথে আলোকবর্তিকা। তেমনই এক অনন্য নাম আবু দারদা (রা.), যাকে আল্লাহর রাসুল (ছা.)-এর উম্মতের 'হাকিম' বা প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি বলা হয়।

(ইমাম আবু নুয়াইম আল-ইসফাহানি, 📚 হিলইয়াতুল আউলিয়া, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ২০৮।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি, 📚 আল-ইসাবাহ ফী তাময়ীযিস সাহাবাহ, খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ৪৭৩।)

<u>সত্যের পথে ফেরা:</u> মদিনার অধিকাংশ মানুষ যখন ইসলামের আলোয় আলোকিত, আবু দারদা (রা.) তখনও মূর্তিপূজায় মগ্ন ছিলেন। কিন্তু তার পরম বন্ধু আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা.)-এর আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং একটি অলৌকিক বোধোদয় তার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি ব্যবসা ছেড়ে পুরোপুরি ইবাদত ও ইলমে আত্মনিয়োগ করেন।

তিনি বলতেন,

"আমি চেয়েছিলাম ব্যবসা ও ইবাদতকে মেলাতে, কিন্তু তা হলো না। তাই আমি অবিনশ্বর ইবাদতকেই বেছে নিলাম।"

(ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, কিতাবুয যুহদ, পৃষ্ঠা: ২১০ (হাদিস নম্বর: ৭৩৬)।)

আবু দারদা (রা.) ছিলেন দামেস্কের প্রধান বিচারক, অথচ তার জীবন ছিল অতি সাধারণ। একবার খলিফা উমর (রা.) তার ঘরে গিয়ে দেখলেন, কোনো বাতি নেই, গায়ে দেওয়ার মতো ভালো কম্বল নেই। উমর (রা.) ব্যথিত হয়ে সাহায্যের কথা বললে আবু দারদা (রা.) তাকে রাসুল (ছা.)-এর সেই বিখ্যাত অসিয়ত মনে করিয়ে দেন,

"দুনিয়াতে এমনভাবে থাকো যেন তুমি একজন মুসাফির বা পথচারী।" (সহীহ বুখারি হা/ ৬৪১৬)

রাসুল (ছা.)-এর সেই কথা মনে করে সেদিন দুই বন্ধু সারারাত ডুকরে কেঁদেছিলেন। তাদের এই কান্না ছিল পরকালের জবাবদিহিতার ভয়ে।

(ইমাম আবু দাউদ, কিতাবুয যুহদ, পৃষ্ঠা: ২০৪।, সুনানে ইবনে মাজাহ, কিতাবুল যুহদ, হাদিস নম্বর: ৪১১০।)

আবু দারদা (রা.) মনে করতেন, কেবল বই পড়াই জ্ঞান নয়, বরং অর্জিত জ্ঞানের প্রতিফলনই হলো প্রকৃত প্রজ্ঞা। তিনি তিনটি বিশেষ দর্শনে বিশ্বাস করতেন,

তিনি বলতেন, "*এক মুহূর্তের চিন্তা সারা রাতের নফল ইবাদতের চেয়ে উত্তম।" কারণ চিন্তা মানুষের অন্তরকে আল্লাহর সাথে জুড়ে দেয়।*"

(ইমাম ইবনুল কায়্যিম, মিফতাহু দারিস সাআদাহ, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ১৮৩।, ইবনে আবী শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, খণ্ড: ৭, পৃষ্ঠা: ১৯১ (হাদিস নম্বর: ৩৫০৯৯)।)

কুরআনে আল্লাহ বলেন,

"নিশ্চয়ই আসমান ও জমিন সৃষ্টিতে... জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আসমান ও জমিন সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা করে।"

(সুরা আল-ইমরান ১৯০-১৯১)

অহংকারমুক্ত জ্ঞান। তার মতে, একজন মানুষ ততক্ষণই জ্ঞানী যতক্ষণ সে শিখতে চায়। যখনই সে ভাবে 'আমি সব জানি', তখনই সে মূর্খ হয়ে যায়।

(ইমাম দারেমি, সুনানে দারেমি, হাদিস নম্বর: ৩৪৩।, খতিব বাগদাদি, আল-জামি' লি আখলাকির রাওয়ি, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ১০৭।)

মুসাফিরের জীবন। বিশাল সাম্রাজ্যের বিচারপতি হয়েও তিনি বলতেন, দুনিয়াটা একটা মেহমানখানা মাত্র। আজ আমরা আছি, কাল নেই।

আবু দারদা (রা.) আমাদের শিখিয়েছেন জীবন মানে কেবল ভোগ-বিলাস নয়, বরং নিজেকে চেনা এবং স্রষ্টার সাথে গভীর সম্পর্ক তৈরি করা। তার জীবন আমাদের মনে করিয়ে দেয়— সম্পদ নয়, বরং অল্পে তুষ্টি এবং আল্লাহর সন্তুষ্টিই হলো প্রকৃত সুখ।

আল্লাহ আমাদের আবু দারদা (রা.)-এর মতো প্রজ্ঞা ও ইমানি দৃঢ়তা দান করুন। আমিন।

https://www.facebook.com/share/p/1BAcTkgbvq/